দৈনিক বাংলা

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

তারিখ ... 15 NOV 1988 ...
পৃষ্ঠা ... 5 ... কলাম ... 1 ...

পরীক্ষার ফল ও মেধা তালিকা

এসএসসি, এইচএসসি পরীক্ষার ফল প্রকাশকালে সম্মিলিত মেধা তালিকা প্রকাশ নিয়ে কথা উঠেছে। এককালে এ ধরনের পদ্ধতি ছিল না। অতীতে প্রতিটি বোর্ড বিজ্ঞান, মানবিক, বাণিজ্য, গার্হস্থ্য অর্থনীতির মেধাতালিকা ভিন্নভাবে প্রকাশ করত। প্রতিটি বিভাগের জন্য ভিন্ন তালিকা থাকত। প্রতিটি বিভাগে প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় হিসাবে সকল ছাত্রছাত্রীদের পরিচিতি থাকত। বিজ্ঞান, মানবিক, বাণিজ্য গার্হস্থ্য অর্থনীতি মিলিয়ে কোন সম্মিলিত মেধা তালিকা থাকত না। শুধুমাত্র বিভিন্ন বিভাগের মেধা তালিকা নয় প্রতিটি বোর্ডের ভিন্ন মেধাতালিকা থাকত। সকল বোর্ডের তালিকা মিলিয়ে এক তালিকা করারও রেওয়াজ ছিল না।

বেশ কিছুদিন আগে নতুন পদ্ধতি চালু হয়েছে। এখন প্রতিটি বোর্ড প্রথমে নিজস্ব একটি সম্মিলিত মেধাতালিকা প্রণয়ন করেন। সকল বিভাগ এক করে যারা বেশি নম্বর পেয়ে থাকে তাদের নিয়ে এই তালিকা প্রণীত হয়। এক্ষেত্রে বিজ্ঞান, মানবিক, বাণিজ্য বা গার্হস্থ্য অর্থনীতি নিয়ে ভিন্ন তালিকা প্রণীত হয় না। এর পরে আবার চারটি বোর্ডের সম্মিলিত মেধাতালিকা এক করে দেখে আর একদফা সম্মিলিত মেধাতালিকা প্রকাশ করা হয়। এ পদ্ধতিতেই কদিন আগে চারটি বোর্ডের পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এ পদ্ধতি কেন গ্রহণ করেছেন সে ব্যাখ্যা পাওয়া যায়নি। তবে অধিকাংশ শিক্ষক এবং অভিভাবকদের মতে এভাবে মেধাতালিকা প্রকাশ একশ্রেণীর ছাত্রছাত্রীকে উচ্চশিক্ষায় নিরুৎসাহিত করছে। তাদের যুক্তি হচ্ছে প্রতিটি বোর্ডের চারটি বিভাগের চারটি মেধাতালিকা প্রকাশিত হলে অসংখ্য ছাত্রছাত্রী এ তালিকায় স্থান পায় এবং নিজেদের গর্বিত অনুভব করে। পড়াশুনায় উৎসাহ পায়। কিন্তু বর্তমানে সম্মিলিত মেধাতালিকার ভিড়ে এরা হারিয়ে গেছে।

এছাড়া আছে বিজ্ঞান ও অন্যান্য বিভাগের মধ্যে অসম প্রতিযোগিতার প্রশ্ন। বিজ্ঞানের ছাত্ররা যেভাবে প্রশ্নের জবাব দিয়ে নম্বর পাবে মানবিক বিভাগের ছাত্ররা তা পাবে না বাস্তব কারণেই। তাই সম্মিলিত মেধাতালিকায় বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্রদেরই বরাবর জয়জয়কার। অন্যরা হবে হতাশ।

সাম্প্রতিককালের অভিজ্ঞতায় দেখা যাচ্ছে এ বক্তব্যের সারবত্তা আছে। প্রতি বছরই বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্রছাত্রীরা সম্মিলিত মেধাতালিকায় শীর্ষে থাকছে। এবারও চারটি বোর্ডের ভিন্ন ভিন্ন সম্মিলিত মেধাতালিকার প্রথম দশজন করে চল্লিশ জনের মধ্যে সকলেই বিজ্ঞানের ছাত্রছাত্রী। এটা হওয়া স্বাভাবিক। এবং স্বাভাবিক বলেই মেধাতালিকা প্রকাশ নিয়ে নতুন করে ভাবনা চিন্তা করা প্রয়োজন। আমরা আশা করব অন্তত এ প্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ পরীক্ষার ফল প্রকাশের পদ্ধতি নতুন করে মূল্যায়ন করবেন।